দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 04 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

জনমত

যশোর বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারির তদন্ত

যশোর বোর্ডের ১৯৯৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারি এবং ভুয়া ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য বহু ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার আবেদন বাতিল করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় (বিশেষ করে দৈনিক বাংলায়) লেখালেখি হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একজন যুগ্ম সচিব বোর্ডে এসে ঘটনার তদন্ত করে পরীক্ষা বিভাগের ১৬ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন। অতঃপর বোর্ড কর্তৃপক্ষ বোর্ডের তিনজন সদস্য সমন্বয়ে একটি উচ্চ-পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেন। প্রকৃত সত্য উদঘাটনের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই তদন্তের অর্থ বা উদ্দেশ্য। কিন্তু যশোর বোর্ডের গঠিত তদন্ত টিম তাদের তদন্ত যথাযথভাবে শেষ না করেই তদন্তের মাঝখানে তাদের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং বোর্ড-মিটিং-এ সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় স্থির হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তে পরীক্ষা বিভাগের ১ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারীসহ নিবন্ধন বিভাগের ১ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারীকে দায়ী করা হয়েছে। তদন্তের পূর্বেই সিদ্ধান্তের নীল নকশা তৈরি করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ঘটনার জন্য দায়ী বোর্ডের যে ১৬ জন কর্মচারীর তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে তার মধ্য থেকে মাত্র ২ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত দেওয়ার পরেও তদন্ত কমিটি এখনো তাদের প্রহসনমূলক তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। এদিকে তদন্ত কমিটির দেওয়া সিদ্ধান্তে বোর্ডের কর্মচারী ও কর্মকর্তা-বৃন্দসহ জনগণ হতবাক হয়েছে। বোর্ডের সংঘটিত দুর্নীতি কোন না কোন দুর্নীতিবাজ দলের দ্বারা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত দুর্নীতিবাজ এবং অপরাধের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা রহস্যময় কারণে তদন্ত কমিটির ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে যে ৬ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তারাই শুধু দোষী হলেন। আর বাকীরা অর্থাৎ প্রকৃত দোষী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সাধু বনে গেলেন। এই তদন্ত নিরপেক্ষ না হওয়ার কিছু কারণও রয়েছে। যে তিনজনের সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে তাদের একজন (উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক) খুলনা) তদন্তের সময় আদৌ উপস্থিত ছিলেন না। তদন্ত কমিটির অপর সদস্য বর্তমানে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ যিনি নিজে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় বেশ কিছু ভুয়া ছাত্র প্রেরণ করেছেন যা ইতিমধ্যে তদন্তের দ্বারা বাতিল ঘোষিত হয়েছে। এ ধরনের কমিটির কাছে সুষ্ঠু বিচার কখনো আশা করা যায় না। তাই সদাশয় সরকারের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, প্রহসনমূলক তদন্তে যাদের নাম বাদ পড়েছে বলে শোনা যাচ্ছে এবং দেশের অনেক পত্রিকায় যাদের নাম দেখা গেছে তাদের বিষয়টি পুনরায় তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। নতুবা বোর্ড থেকে এ ধরনের দুর্নীতির কোনদিন অবসান ঘটবে না।

মোঃ হাফিজুল ইসলাম
নতুন উপশহর, যশোর।